SEZ বিরোধী প্রচার মঞ্চ

৫বি, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২।

To
The Chief Reporter,

____

দুই ভাষায় দুইরকম কেন? 'সেজ' বিষয়ে তৃনমূল কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট করুক।

সবাই জানেন যে তৃনমূল কংগ্রেস সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ ও 'সেজ' বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়েই আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতার এত কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। জনগণ স্বভাবতই আশা করেন যে, তৃনমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সেজের বিষয়ে দৃঢ় ও ইতিবাচক অবস্থান নেবে এবং পশ্চিমবঙ্গে 'সেজ' বন্ধ করে দেবে। আমরা দেখে খুশি হয়েছিলাম যে, সদ্য প্রকাশিত তৃনমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের বাংলা সংস্করণের ১৬ পৃষ্ঠায় 'ভূমি ব্যাঙ্ক গঠন' শীর্ষক বিভাগের তলায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ''পশ্চিমবঙ্গে 'সেজ' চলবে না'' কিন্তু আমরা অত্যন্ত আর্শ্চয এবং আশঙ্কিত হই যখন দেখি যে নির্বাচনী ইস্তাহারের ইংরাজী সংস্করণে সেজের বিষয়ে একটিও কথা বলা নেই! নির্বাচনী ইস্তাহারের ইংরাজী সংস্করণটি পড়লে স্পষ্ট হয় যে এই সংস্করণটি লেখা হয়েছে শিল্পগোষ্ঠী ও বনিকসমাজগুলিকে উদ্দেশ্য করে, অন্যদিকে বাংলা সংস্করণটিতে বিভিন্ন জনদরদী প্রতিশ্রুতির কথা রাখা হয়েছে। তাই ইংরাজী সংস্করণটিতে 'সেজ' বন্ধের কথা বলা নেই। এই ঘটনা সম্ভবত জানাজানি হওয়াতে এখন তৃনমূল কংগ্রেসের ওয়েবসাইটে নির্বাচনী ইস্তাহারের ইংরাজী সংস্করণটির নাম বদলে 'ভিশন ডকুমেন্ট' করা হয়েছে, যদি ফাইলটির নাম এখনও 'ম্যানিফেস্টো ইংলিশ' হিসাবেই আছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সেজ নিয়ে বামফ্রন্টের অর্ন্তগত দলগুলির দ্বিচারিতা সুবিদিত। একদিকে যখন এই দলগুলি রাষ্ট্রীয় স্তরে 'সেজ' নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গলা ফাটায়, অন্যদিকে বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবাংলায় রমরমিয়ে চলছে বা অনুমোদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে ৫০-টির বেশী 'সেজ'। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সেজ আইন পাশ হওয়ায় দুইবছর আগেই ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দেশের মধ্যে প্রথম 'সেজ' আইন (পশ্চিমবঙ্গ সেজ আইন ২০০৩) পাশ করে এই বিষয়ে দেশের মধ্যে পথিকৃত রূপে পরিচিত হয়েছে। নন্দীগ্রামে সালেমের সেজের জন্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টার মধ্য দিয়েই এই সরকারের পুঁজি দরদী ও জনবিরোধী রূপ সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেছে।

তৃনমূল কংগ্রেসও এই দ্বিচারিতার পথে হাঁটছে দেখে আমরা আশঙ্কিত। আমরা দাবী করছি যে, 'সেজ' বিষয়ে তৃনমূল কংগ্রেস স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করুক এবং নির্বাচনী ইস্তাহারের বাংলা এবং ইংরাজী উভয় সংস্করণেই একই অবস্থান স্পষ্টভাবে রাখুক। আমরা সকল মানুষের কাছে আহ্বান জানাই, আপনার নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে 'সেজ' বিষয়ে তাঁদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করুন। দেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী ও জনবিরোধী সেজ বন্ধ করার জন্য ও সেজ আইন বাতিল করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলুন। কারন, একমাত্র গণ আন্দোলনের প্রভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি এই সর্বনাশা নীতি বাতিল করতে বাধ্য হবে।

শুভেচ্ছাসহ
যুগ্ম সম্পাদক
অর্জুন সেনগুপ্ত/জয়ন্ত সিংহ
সেজ বিরোধী প্রচার মঞ্চ
যোগাযোগ ঃ ৯০০৭৩ ৮৬১৩৬